২। পিতা কাঁদলে ক'রে হায় হায়, কঠিন পাষাণ বলি তোমায়।
ব'ল ভবে কেউ কারো নয়, পাষাণে বুক বাঁধ রাগি।।
৩। পাখী যত আছে ডালে, মা কাঁদিলে পুত্র ব'লে।
তোমরা ডেক মা বোল বলে, প্রহরে প্রহরে জাগি।।
৪। ভার্য্যা কাঁদলে চিকণ স্বরে, কাল ভ্রমর কই তোমারে।
বুঝাইও গুণ গুণ স্বরে, কেউ কোরো নয় দুঃখের ভাগী।।
৫। গুরুচাঁদের শাসন চোটে, ভব বন্ধন গেছে কেটে।
কাঁদ্‌তে হবে ঘাটে মাঠে, অশ্বিনী হও প্রেম বৈরাগী।।

১২৫ নং তাল-কাশ্মিরী

এই দেখা ত শেষ ভাই, বালাই লয়ে যাই।
এ খেপে দেখা পাই কি না পাই।।
১। দেখা হ'ল কত শত, হয় না দেখা মনের মত।
মনের দুঃখ আর বলব কত, জন্মের মত বিদায় হ'তে চাই।।
২। যা হবার তা হয়ে গেল, ভবের খেলা সাঙ্গ হল।
বন্ধু বর্গে হরি বল, যার আমি, ভাই তারে যেন পাই।।
৩। আশীর্ব্বাদ কর সকলই, শিরে দিয়ে পদধূলি।
মুখে হরি হরি বলি, যেন সাধু সঙ্গে বেড়াই।।
৪। হরিচাঁদের ভক্তের সঙ্গে, ছিলাম আমি পরম রঙ্গে।
কর্ম্ম দোষে ঘোর তরঙ্গে, ডুবে মলেম কূল নারে পাই।।
৫। তারকচাঁদ তাই বলছে ডেকে, ভবের ভস্ম অঙ্গে মেখে।
কাজ কিরে তোর গৃহে থেকে, অশ্বিনী তাই তোরে সুধাই।।

১২৬ নং তাল-আদ্দা

সমর্পিত দেহ মম আমিত্ব কি আর।
আমিত্ব স্বামীত্ব তুমি সর্ব্ব মূলাধার।।
১। মহাভাব ভাবিনীর বশে, মহাসাগর মহারসে,
দেহ তরী যাচ্ছে ভেসে, না পেলাম কিনার।।